দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 07 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক না নিলে এমপিওভুক্ত করা যাবে না

মোশতাক আহমেদ ॥ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে ভবিষ্যতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে না। শুধু তাই নয়, এই নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এবং অবৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভাগীয় মামলা দায়ের করে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। ত্রিশভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের আগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার এই সিদ্ধান্তের কথা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরকে জানিয়েছে।

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বেসরকারী শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হলেও পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত মানা হচ্ছে না। ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিথ্যা তথ্য দিয়ে শিক্ষকদের এমপিও'র জন্য আবেদন করছে। তাছাড়া মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অনেকে ইচ্ছা করেই মানতে নারাজ। এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১ নবেম্বর নতুন এক নয়া প্রজ্ঞাপন জারি করে ত্রিশ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কঠোর অবস্থান নেয়।

উপসচিব বাবুল কুমার সাহা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম শতকরা ত্রিশভাগ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ত্রিশভাগ শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে ভবিষ্যতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে না। এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রিশভাগ মহিলা শিক্ষক না থাকলে পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ, বরখাস্ত কিংবা মৃত্যুজনিত কারণে কোন পদ শূন্য হলে সেই প্রতিষ্ঠানে কোটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শূন্যপদে কোন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে নির্ধারিত কোটা পূরণ করতে হবে। তবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার পদের ক্ষেত্রে ত্রিশভাগ মহিলা কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না। গণিত, ইংরেজী, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, আরবী, কোরান ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিশভাগ মহিলা কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিথিল থাকবে। এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার কারণেই শিথিল রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সরকারের সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, ৩০ ভাগ মহিলা কোটা পূরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্যই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং 'পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই' বাক্যটি অবশ্যই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই একটি স্থানীয় এবং বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ন্যূনতম পনেরো দিন সময় দিয়ে দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে। মহিলা নিয়োগের লক্ষ্যে ন্যূনতম এক মাস অন্তর পর পর দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও মহিলা প্রার্থী না পাওয়া গেলে তৃতীয়বারে পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগের পর কোন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পর পনেরো দিনের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই শেষে এমপিওভুক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর প্রস্তাবনা দেবেন। শিক্ষা অধিদফতর প্রস্তাবনা পাওয়ার এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই শেষে একই এমপিভুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনাপ্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে শিক্ষা অধিদফতরকে জানাবে। এভাবেই হবে শিক্ষক এমপিও'র কাজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে, অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর এই নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এবং অবৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হলে কিংবা অহেতুক বিলম্ব করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নারী সংগঠনগুলো অভিনন্দন জানিয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে যাতে কোন শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারে সে বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও অনেক শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষা তথা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অভিযোগ আসছে। এ জন্যই মূলত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।